৪ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৮ মার্চ ২০০২/২৫ ফাল্গুন ১৪০৮

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সকল সফলতা সন্ত্রাস মলিন করে দিয়েছে। আওয়ামী সরকারের সৃষ্ট আঞ্চলিক গডফাদারেরা এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান, লক্ষ্মীপুরের তাহের, ফেনীর জয়নাল হাজারীর সন্ত্রাসে জিম্মি হয়ে পড়েছিল সাধারণ জনগণ। সাপ্তাহিক ২০০০ এদের উপাধি দিয়েছে হাসিনার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। এদের ওপর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন হয়েছে। প্রচ্ছদের মর্মবাণী ছিল এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদের দমন করতে না পারলে আওয়ামী লীগ তথা শেখ হাসিনার শেষ রক্ষা হবে না। এ ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছে। যদিও তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার দম্ভে কর্ণপাত করেনি। ১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মূলত এদের কারণেই আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হয়েছে। জনগণ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জোট সরকারকে রায় দিয়েছে। নির্বাচনের আগেই তথাকথিত গডফাদার জয়নাল হাজারী পালিয়েছে। নির্বাচনের পর পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে শামীম ওসমান। লক্ষ্মীপুরের ত্রাস তাহেরকে সরকার গ্রেপ্তার করেছে। তার ঠিকানা এখন কুমিল্লার কারাগারে। আজ শামীম ওসমান, জয়নাল হাজারী, তাহের নেই। তবু সারা দেশে সন্ত্রাস দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। তবু খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, ডাকাতি, দখল রেকর্ড ছাড়াতে বসেছে। শুধু ঈদ অবকাশের মধ্যে সারা দেশে ৪৮ জন খুন হয়েছে।

জনগণ জোট সরকারকে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়ার জন্যই ভোট দিয়েছিল। লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও নারায়ণগঞ্জের মানুষ জোট সরকারকে ক্ষমতায় এনে স্বস্তি পেতে চেয়েছিল। তারা এখন ত্রাস সৃষ্টিকারী নেতার নয়, সরকারের সমর্থক বলে পরিচিত নানা গ্রুপের সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে। কেউবা নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে। জনগণ যেন আবারও তাহের ও জয়নাল হাজারীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছে। এবার প্রধানমন্ত্রী নয়, জোট সরকারের ক্ষমতাধর মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এরা বেড়ে উঠছে। সন্ত্রাসের ডালপালা বিস্তৃত করছে। আবারও যেন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলছে।

জোট সরকারকে এখন থেকেই এদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। সন্ত্রাসীদের দমনে নিতে হবে সর্বাত্মক ব্যবস্থা। নির্বাচনের পূর্বে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি জনসভায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। জনগণ এখন কথা ও কাজে মিল দেখতে চায়।